বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য
প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

দেবর্ষি ভদ্র

নিবন্ধনক্রম: AOOSA0100718

তত্ত্বাবধায়িকা

ড. শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Vaiyāsika-Mahābhārata Avalambane Nityānanda-Smṛtitīrtha-Praṇīta Aprakāśita Nāṭaka-traya-samīkṣā

A synopsis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of Ph.D. in Sanskrit

Submitted by

Debarshi Bhadra

Registration No: AOOSA0100718

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Dept. of Sanskrit,

Jadavpur University

Department of Sanskrit

Faculty of Arts,

Jadavpur University

Kolkata

2024

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ-প্রণীত

অপ্রকাশিত নাটক-ত্রয়-সমীক্ষা

কাব্যকে দুটি ভাগে স্বীকার করা হয় দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য – "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা স্মৃতম্"[১]। শ্রব্যকাব্যে শব্দ পড়ে বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে রসের সঞ্চার করা হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যে শব্দের অতিরিক্ত পাত্রের বেশভূষা, আকৃতি, ভাবভঙ্গী অনুকরণ করে অভিনয়ের দ্বারা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। এইভাবে শ্রবণের মাধ্যমে শ্রব্যকাব্য এবং দর্শনের দ্বারা দৃশ্যকাব্য মানুষের হৃদয়ে রসানন্দের অনুভুতি জাগায়। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুর তুলনায় চোখ দিয়ে দেখা বস্তু বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। দৃশ্যকাব্যে রামাদির স্বরূপ নট ইত্যাদির উপর আরোপিত হওয়ার কারণে দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয়ে থাকে। দশরূপকে বলা হয়েছে নাট্য হল অবস্থার অনুকৃতি। দৃশ্যময়তার জন্য একে রূপ নামে অভিহিত করা রূপক দশ প্রকার, তার মধ্যে নাটক অন্যতম। এই দশ প্রকার ভাগের মধ্যে নাটক সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ–

প্রকৃতিত্বাদথান্যেষাং ভূয়োরসপরিগ্রহাত্।

সম্পূর্ণলক্ষণত্বাচ্চ পূর্বং নাটকমুচ্যতে।।[২]

গবেষণার বিষয়– নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে বারোটি রূপক লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি নাটক প্রকাশিত (*কর্ণজীবন ও পরীক্ষিতপরিরক্ষণ)* অবশিষ্ট অপ্রকাশিত, নাটকগুলি হল – *ঘটোৎকচবধ, সর্পযজ্ঞনিবারণ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, পাণ্ডবপরিক্ষণ, সত্যরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, শমনবিজয়, ভীষ্মত্বলাভ, অজ্ঞাতবাস, তপোবল*। এর মধ্যে তিনটি নাটক আলোচ্য গবেষণার বিষয়। সেগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচে প্রদত্ত হল–

প্রণেতা	নাটকের নাম	প্রধান চরিত্র	রচনাকাল	অঙ্কসংখ্যা	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*জয়দ্রথবধ*	দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুঃশাসন	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*ঘটোৎকচবধ*	কর্ণ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০
নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*দ্রৌপদীমানরক্ষণ*	কৃষ্ণ, অর্জুন, দুর্যোধন, শকুনি	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	৫	৩০

নাটকত্রয় নির্বাচনের কারণ–

প্রকাশিত না হলেও নাটক তিনটির মধ্যে দুটি (*ঘটোৎকচবধ*,*জয়দ্রথবধ)* হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের রামগোপাল মঞ্চে বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকায় এবং পূর্বোক্ত নাটক দুটির মূল সূত্ররূপে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* কে নির্বাচন করা হয়েছে। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সমাজ সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর নাটকের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি নাটকের চরিত্রগুলি বর্তমান সমাজে বহুভাবে প্রতিফলিত। *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকত্রয়ের রচনার ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন এবং চরিত্রের অভিব্যক্তির দিক থেকে নবীনত্ব দেখিয়েছেন।

গবেষণা-পদ্ধতি (Methodology)

ক. *Nityananda when 65* এই পুস্তিকা থেকে প্রথম কবি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

খ. 20*th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation* [৩] *এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)* [৪] এই পুস্তক দুটি থেকে তথ্য সংগ্রহ।

গ. সাক্ষাৎকার: স্বীকৃতনাট্যকারের বংশের স্ত্রী-পুত্রদের সাথে সাক্ষাৎকার তথা নাট্যকারবিষয়ে তথ্য অন্বেষণ।

ঘ. নাট্যকারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে সূচি প্রস্তুত।

ঙ. গ্রন্থসমীক্ষা: নির্বাচিত নাটকত্রয়ের যথাযথ পাঠ, তার বঙ্গানুবাদ এবং নাট্যতত্ত্ববিচার।

গবেষণাসন্দর্ভের লক্ষ্য

১. *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাট্যকৃতিসমূহের সূচি প্রস্তুত করা।

২. *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত আধুনিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা।

৩. কবির নাট্যসমূহ কতদূর রসোত্তীর্ণ হয়েছে তার বিশ্লেষণ লক্ষণানুসারে নাটকগুলি নাটক-পদবাচ্য কি না, তার বিচার বিশ্লেষণ।

৪. নাট্যকর্মের মধ্যে কবির সমকালের প্রভাব বিশ্লেষণ।

৫. ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার লক্ষণসমূহের বিচার করে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মসমূহের মধ্যে সংগতি ও সমন্বয় কীভাবে হয়েছে তা অনুসন্ধান।

পূর্বকৃত সমীক্ষাকর্মের বিবরণ

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত-ভাষায় প্রচুর নাটক, ছোট-বড় মিলিয়ে ১১৬টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা এগারোটি, সংস্কৃত শ্লোকমালা শতাধিক, সংগীত ও প্রবন্ধ অসংখ্য। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ থেকে *নাটক-সংগ্রহ, নাট্যসংগ্রহ ২, দৃশ্যকাব্যসঙ্কলন, সংস্কৃত-মৌলিক-রবীন্দ্র-নাটক-সঙ্কলন* ইত্যাদি গ্রন্থে নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়ের কিছু রূপক প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নাট্যকৃতির উপর প্রথম জানা যায় *Nityananda when 65* নামক পুস্তিকা থেকে। এরপর বিশ্লেষণাত্মক তথ্য জানা যায় *20*th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation[৫] *এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক* (*১৯১০-২০১০*)[৬] এই পুস্তক দুটি থেকে। এছাড়া *সমাজ-ভারতী* পত্রিকাতেও কিছু নাট্য প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষের স্মরণে *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*[৭] নামক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত নাট্যের উপর শোধ কাজ পাওয়া যায় *An Analysis of the published Sanskrit works of Pandit Nityananda Mukhopadhyay* [৮] এবং *ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা* [৯] এখানে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি নাটক বালেশ্বরমহাযুদ্ধ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এখন বহু নাটক, মহাকাব্য, শ্লোকাবলী প্রভৃতি অপ্রকাশিত হয়ে আছে। নির্বাচিত তিনটি নাটক পাণ্ডুলিপি আকারে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহু তথ্য তাঁর সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে। অপ্রকাশিত সমস্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে একটি সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে যা পূর্বকৃত পুস্তকে বা শোধকার্যে পাওয়া যায় না। এই গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর রচিত অপ্রকাশিত নাটকত্রয়ের উপর সমীক্ষাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রবন্ধে অধ্যায় বিভাজন–

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:

- **আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য:**
  - ১.০ কাব্যভেদ ও নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি
  - ১.১ আধুনিক সংস্কৃত নাটক

দ্বিতীয় অধ্যায়:

- **প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:**

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন

তৃতীয় অধ্যায়:

- **মহাকবি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়:**

৩.০ ব্যক্তিজীবন

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

৩.২.১ প্রকাশিত কর্ম

৩.২.২ অপ্রকাশিত কর্ম

চতুর্থ অধ্যায়:

- ***জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:**

৪.০ মূল নাটক

৪.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৪.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৪.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৪.৪ আলঙ্কারিক বিচার

পঞ্চম অধ্যায়:

- ***ঘটোৎকচবধ*-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:**

৫.০ মূল নাটক

৫.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৫.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-মঞ্চনির্মাণকলা-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৫.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৫.৪ আলঙ্কারিক বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়:

- ❖ ***দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:**

৬.০ মূল নাটক

৬.১ নাটকের বঙ্গানুবাদ

৬.২ কাহিনী-নাট্যরূপ-নাট্যনির্মাণবিধি-নাট্যতত্ত্বানুসারে বিচার

৬.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

৬.৪ আলঙ্কারিক বিচার

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত নাটকের সংখ্যা ১১৬টি। গবেষণার বিষয়কে নাতিদীর্ঘ রাখার জন্য আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে কেবলমাত্র তিনটি অপ্রকাশিত নাটক গৃহীত হয়েছে। আলঙ্কারিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে নাটকগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দ, অলঙ্কার, গুণ-রীতি ও রসের আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ মতবাদ যেমন ধ্বনি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়নি। নাটকগুলির ব্যাকরণগত ও ভাষাগত মূল্যায়ন করা হয়নি। নাটক তিনটির Text Editing (সম্পাদনা) করা হয়নি। অপ্রকাশিত নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে সূচি প্রস্তুত হলেও নাটকগুলি পড়ে তার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়নি। নাট্যকার *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি পরে রচনা করেন। তার আগেই *জয়দ্রথবধ* ও *ঘটোৎকচবধ* নাটক রচনা করেন। সেই কারণে নাটকের বিষয়বস্তুর ঘটনা অনুসারে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি আগে আলোচনা করা যেত, কিন্তু নাট্যকারের রচনাক্রমকে মনে রেখে এই নাটকের আলোচনা পরে করা হয়েছে।

লিখনপ্রণালী ও বানানবিধি:

অপ্রকাশিত নাটকত্রয়ের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপিকরণ করার সময় কিছু কিছু জায়গায় বর্ণ অস্পষ্ট থাকায় এবং কোন কোন বর্ণ লেখার সময় বাদ যাওয়ায় যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছিল সেগুলি অর্থবিশ্লেষণের দ্বারা ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। নির্বাচিত নাটকে নাট্যকার যে বানান ব্যবহার করেছেন তেমনি রাখা হয়েছে কিন্তু নাট্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত করে অভিধান অনুযায়ী করা হয়েছে। নাটকত্রয়ের অধ্যয়ন করে সেগুলির কাব্যতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ছন্দো-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে

আচার্য গঙ্গাদাস কৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের লক্ষণ গৃহীত হয়েছে। অলঙ্কার, গুণ, রীতি ও রসের ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত *সাহিত্যদর্পণের* লক্ষণানুসারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্যত্র নিজের নাম হিসাবে নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ব্যবহার করেছেন, সেই কারণে জনমানসে তিনি নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ রূপেই পরিচিত। কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় রূপেই নাম ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও কোথাও নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় (স্মৃতিতীর্থ) হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। তাই আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের শিরোনামে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যতত্ত্বের আলঙ্কারিক বিচার আলোচ্য প্রথম নাটকের পর্বেই আলোচিত হওয়ায় আলোচ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটকের আলোচনায় লক্ষণ উদ্ধৃত করা হয় নি। নাট্যতত্ত্বের আলঙ্কারিক ব্যাখ্যায় *সাহিত্যদর্পণ*কেই প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে *নাট্যশাস্ত্র, দশরূপক* এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থেরও ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যকার *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি পরে রচনা করেন। তার আগেই *জয়দ্রথবধ* ও *ঘটোৎকচবধ* নাটক রচনা করেন। সেই কারণে নাটকের বিষয়বস্তুর ঘটনা অনুসারে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি আগে আলোচনা করা যেত, কিন্তু নাট্যকারের রচনাক্রমকে মনে রেখে এই নাটকের আলোচনা পরে করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় গবেষণা-প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে অভ্র কিবোর্ডে কালপুরুষ ফ্রন্টে লেখা হয়েছে। মূল লেখার ক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ ১২ এবং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১০ ব্যবহার করা হয়েছে। নাটক তিনটির পাঠ্য দেবনাগরী হরফে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'Devanagari Inscript'-এর ১৫ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয়েছে সেখানে 'Times New Roman'-এর ১২ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। দুই পঙক্তির মাঝে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে MLA Handbook, 9th Edition এর নিয়মানুসারে লেখা হয়েছে।

❖ প্রথম অধ্যায়: আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য:

প্রাচীন নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ভরত-এর *নাট্যশাস্ত্রে* নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জাগতিক মানুষকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এমন একটি বেদ তৈরির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যা উপভোগ করতে পারবে চারটি বর্ণের মানুষ অর্থাৎ যারা ঋগ্বেদাদি পাঠের অধিকারী নয় বা নারী ও শিশু যারা বেদ পড়তে অক্ষম, তারা সবাই উপভোগ করতে পারেন। এই কথা শুনে ব্রহ্মা চারটি বেদের ধ্যান করলেন এবং ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে 'নাট্যবেদ' নামে পঞ্চম বেদ রচনা করলেন। *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে–

> জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসনাথর্বণাদপি।[১০]

ব্রহ্মার আদেশে ভরত শিষ্যদের নিয়ে ইন্দ্রধ্বজোৎসবে *দেবাসুরসংগ্রামে* অভিনয় করেন। পরে ব্রহ্মা *অমৃতমন্থন* ও *ত্রিপুরদাহ* নামক নাটক রচনা করেন। নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে ঋগ্বেদে প্রাপ্ত সংবাদসূক্তগুলিকে। যেমন – যম-যমীসূক্ত (১০/১০), পুরূরবা-উর্বশীসূক্ত (১০/১৫), সরমা-পণিসূক্ত (১০/১৮), বিশ্বামিত্র-নদীসূক্ত (৩/৩৩) প্রভৃতি। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে এই সূক্তগুলিতে যে সংলাপ আছে তা সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলা যেতে পারে। অধ্যাপক মিশেলের মতে পুতুল নাচ থেকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মতে পুতুল স্থাপনের জন্য 'সূত্র' ধারণ করতে হয়, তা থেকেই সংস্কৃত নাটকে 'সূত্রধার' ও 'স্থাপক' শব্দদ্বয়ের আগমন। পুতুলনাচের ন্যায় সংস্কৃত নাটকেও সূত্রধার পর্দার অন্তরালে থেকে সমগ্র নাট্যাভিনয়ের পরিচালনা করে থাকে। নাটকের উৎস রূপে অনেক পণ্ডিত ছায়ারূপককে স্বীকার করেছেন। দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চের পিছনে নট-নটীর দ্বারা অভিনীত ঘটনা পর্দায় প্রতিবিম্বিত ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। যেমন ভবভূতির *উত্তররামচরিতের* ছায়াসীবৃত্তান্ত ছায়ারূপকের উদাহরণ। তাছাড়া সুভট রচিত *দূতাঙ্গদ*, ব্যাস শ্রীরামদেব বিরচিত *রামাভ্যুদয়, সুভদ্রাপরিণয়* ইত্যাদি।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে 'আধুনিক' শব্দটি কি তা জানা প্রয়োজন। 'অধুনা ভবঃ' এই অর্থে অধুনা শব্দের উত্তর ঠঞ্ প্রত্যয় যোগে আধুনিক শব্দের উৎপত্তি। এই অধুনা শব্দ থেকে আধুনিক, আধুনিকতা, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীতে লিখিত সংস্কৃত সাহিত্য বোঝায় অথবা স্বাধীনোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে বিগত দুই শতাব্দীতে রচিত বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি নিরপেক্ষ বিস্তৃত অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে সংস্কৃত রচনায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল নবজাগরণ-কাল থেকে যা ব্রিটিশ শাসন আমলে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও এই আধুনিক ও আধুনিকতা বিষয়ে আরও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেগুলি এখানে উল্লিখিত হল না। যথাস্থানে আলোচনার অবকাশ আছে।

আধুনিক সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি হল প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য। কোন সময় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক যুগ বিবেচনা করা উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত লেখকরা সমসাময়িক ঘটনার সাথে সর্বদা নিজেদের যোগসূত্র রেখেছেন এবং নতুন উপাদানরূপে তা ব্যবহার করেছেন। যেমন জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিষয়গুলিতে গ্রীস এবং রোমের প্রভাব ছিল। মুঘল যুগে সংস্কৃত লেখকরা ফারসি শিখে তৈরি করেন পার্সো-সংস্কৃত অভিধান।

১৭৮৯ সালে সেকালের নিবেদিত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক মহান সংস্কৃত কবি কালিদাসের অমর নাটকীয় রচনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের ইংরেজি অনুবাদ ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কয়েক দশকের মধ্যে শত শত ইউরোপীয় পণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

এইসময় সংস্কৃত সৃজনশীল লেখার নতুন প্রবণতার সূচনা ঘটে, যা আধুনিক সংস্কৃত লেখকদের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরি করেছিল। প্রমুখ কবি ও নাট্যকাররা যেমন ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী, মুলাশঙ্কর মাণিক্য, হালা যজ্ঞিক, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর, মথুরানাথ দীক্ষিত, নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, পন্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস এবং পন্ডিতা ক্ষমা রাও এই ঐতিহ্যের অধীনে বিকাশ লাভ করেছিলেন।

আধুনিক সময়ে, পাশ্চাত্ত্যের দ্বারা সংস্কৃতের চর্চা দ্বিস্তরীয় প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমত, আধুনিক শিক্ষা লাভকারী ভারতীয়রা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নতুন উপলব্ধিতে জেগে উঠেছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমা চিন্তাধারা এবং জীবনধারার প্রভাব ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়।

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকর্মে অবলোকন:

২.০ *বৈয়াসিক-মহাভারত* ও ভারতীয় নাট্যকর্ম: প্রাচীন সংস্কৃত নাটক

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে দেশে বিদেশে বহু ভাষায় বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে এখানে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকের উপরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রাক-কালিদাসীয় নাট্যকারগণের মধ্যে ভাস অন্যতম। বিংশ শতকের পূর্বে ভাস সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দামে পদ্মনাভপুরমের কাছে মনলিক্কর মঠে দুটি পুঁথিতে ১৩টি সংস্কৃত নাটক আবিষ্কার করেন[১১]। ভাসের সময়কাল সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য রয়েছে। উইন্টারনিৎসের মতে ভাসের আবির্ভাবকাল কালিদাস থেকে সতবৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রি.পূ. তৃতীয় শতক। অশ্বঘোষ প্রথম শতকের কবি এবং কালিদাসের সময় হল চতুর্থ শতক সুতরাং তার মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় শতক ভাসের আবির্ভাব কাল বলে মনে করা যেতে পারে। ভাসের এই ১৩টি নাটকের মধ্যে ৭টি *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত–

দূতবাক্য– *বৈয়াসিক-মহাভারতের* উদ্যোগপর্ব অবলম্বনে একাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যায়োগ শ্রেণীর নাট্য এটি। নাটকটির নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবদের দূত রূপে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সভায় এসে শান্তিপ্রস্তাব রাখেন। দুর্যোধন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ নেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করলে ধৃতরাষ্ট্র সৌজন্য প্রদর্শন দ্বারা কৃষ্ণের ক্রোধ শান্ত করেন। নাটকে কোন স্ত্রীচরিত্র নেই[১২]।

দূতঘতোৎকচ– *বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্বের কাহিনী অবলম্বনে একাঙ্কের অঙ্ক শ্রেণীর রূপক এটি। নাটকটির নায়ক ঘতোৎকচ। অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে কৌরবদের হাতে নিহত হলে পুত্রশোকে অর্জুন প্রতিগ্রহ গ্রহণের সংকল্প করেন এবং যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হন। এমন সময় পাণ্ডবপক্ষ থেকে কৃষ্ণের দূতরূপে ঘতোৎকচ কৌরবসভায় এসে কৌরবপক্ষের বীরগণের আশু বিনাশের কথা জানান। দূতরূপে ঘতোৎকচের বার্তা নিবেদন ও দুর্যোধনের সাথে বাদ-প্রতিবাদ রূপকটির বিষয়বস্তু। নাটক শেষে ভরতবাক্য লক্ষিত হয় না, এখানে তার বদলে ঘতোৎকচের বাক্য লক্ষ্য করা যায়[১৩]।

কর্ণভার– একাঙ্ক বিশিষ্ট ব্যায়োগটি *বৈয়াসিক-মহাভারতের* কর্ণপর্ব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। ব্যায়োগটির নায়ক কর্ণ। বীররসাত্মক কাহিনীটি কর্ণের মহত্ত্বকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছে। যুদ্ধে গমনের প্রাক কালে বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণবেশী প্রার্থী ইন্দ্রকে কর্ণ তাঁর সহজাত কবচ কুণ্ডলদ্বয় দান করেন। শল্যরাজের কাছে প্রতারণার বিষয়ে অবহিত হয়েও কর্ণ অবিচল ভাবে সত্য ও ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে থাকলেন[১৪]।

ঊরুভঙ্গ – সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিয়োগাত্মক নাটক এটি। নাটকটির অপর নাম গদাযুদ্ধ। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* শল্যপর্বের কাহিনী অবলম্বনে ব্যায়োগ শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক এটি। মহাভারতের ভয়ংকর যুদ্ধের শেষে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে লিপ্ত হন। ভীম কর্তৃক অন্যায় ভাবে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ হয়। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক, ভগ্ন ঊরুতে দুর্যোধন কর্তৃক শিশুপুত্রের আরোহণের প্রচেষ্টা এবং অন্তিমে সগৌরবে দুর্যোধনের মৃত্যুবরণ এই নাটকের বিষয়বস্তু[১৫]।

মধ্যমব্যায়োগ – *বৈয়াসিক-মহাভারতের* বনপর্ব অবলম্বনে এটি একটি ব্যায়োগ শ্রেণীর একাঙ্ক নাটক। নাটকটির মুখ্য চরিত্র মধ্যম পাণ্ডব ভীম। ঘতোৎকচ একদিন তার মাতার খাদ্যরূপে এক ব্রাহ্মণ সহ তিনপুত্রকে পান। তার মধ্যে এক পুত্রকে দাবী করেন এবং মধ্যম পুত্রকে সম্মত করায়। তারপর ব্রাহ্মণ পুত্রের আসতে বিলম্ব হলে ঘতোৎকচ মধ্যম বলে আহ্বান করতে থাকে। ডাক শুনে মধ্যম পাণ্ডব ভীম উপস্থিত হন এবং তার সাথে যেতে সম্মতি হন। সেখানে উপস্থিত হলে হিড়িম্বা ভীমকে চিনতে পারেন এবং পিতাপুত্রের মিলন হয়[১৬]।

পঞ্চরাত্র – *বৈয়াসিক-মহাভারতের* বিরাটপর্বের কাহিনী অবলম্বনে সমবকার শ্রেণীর তিন অঙ্কের নাটক এটি। দ্রোণাচার্য নাটকটির নায়ক। দুর্যোধন কর্তৃক একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন হলে দ্রোণাচার্য দক্ষিণা স্বরূপ পাণ্ডবদের জন্য অর্ধরাজ্য প্রার্থনা করেন। শকুনির প্রস্তাবমত পাঁচরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারলে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণা পূরণ হবে। শর্তমতো পাণ্ডবগণের সংবাদ আনয়নের ফলে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান এই নাটকের বিষয়বস্তু[১৭]।

বালচরিত – *বৈয়াসিক-মহাভারতের* হরিবংশকে অবলম্বন করে পাঁচ অঙ্কের নাটক এটি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের বীরত্বই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে কংসবধ পর্যন্ত বিভিন্ন কাহিনী এই পাঁচটি অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে। এখানে রাধা কিম্বা অন্য গোপীগণের কাহিনী পাওয়া যায় না[১৮]।

❖ কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কালিদাস। কবির কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে মনে করা যেতে পারে কবির আবির্ভাব কাল খ্রি.পূ. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে[১৯]। বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে কালিদাসের একটি নাটক পাওয়া যায় অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল – *পদ্মপুরাণ* ও *বৈয়াসিক-মহাভারতের* আদিপর্ব অবলম্বনে সপ্ত অঙ্কের কালিদাসের অতুলনীয় সাহিত্যসৃষ্টি এই নাটকটি। নাটকটির নায়ক রাজা দুষ্যন্ত ও নায়িকা শকুন্তলা। একদা রাজা দুষ্যন্ত

মৃগয়ায় গিয়ে আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে হৃদয়ে প্রেমভাব জেগে ওঠে এবং তিনি গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। পরে দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে ভুলে গিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে অভিশাপ কেটে যায় এবং রাজার স্মৃতি ফিরে আসে। কিছুকাল পর স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করে রাজ্যে ফেরার পথে মারিচাশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সাথে রাজার পুনর্মিলন হয়[২০]।

২.১ আধুনিক-সংস্কৃতসাহিত্যে *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে রচিত নাটকের অবলোকন

বৈয়াসিক-মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হয়েছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় বিষয়ে যা এখানে বর্ণিত আছে তা অন্যান্য গ্রন্থে আছে, যে বিষয়ের কথা এখানে বলা হয়নি তা কোথাও পাওয়া যায় না–

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিৎ।।[২১]

বৈয়াসিক-মহাভারত হল ভারতের দুই অভ্রংলিহ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই মহাকাব্যের কথাকে আশ্রয় করে অসংখ্য রূপক রচিত হয়েছে। প্রাচীনকালের ন্যায় আধুনিককালের কবিরা *বৈয়াসিক-মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্যরত্ন নির্মাণ করেছেন।

মাণবকগৌরব–

সাতটি অঙ্কে রচিত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের নাটক এটি[২২]। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* আদিপর্বস্থ আয়োধধৌম ও তাঁর শিষ্য উপমন্যু, কাত্যায়ন, হারীত, বৈশম্পায়ন প্রভৃতির উপাখ্যান এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। মাণবকগৌরব অর্থাৎ শিষ্যের গৌরব বা গুরুভক্তি। পঞ্চাশের দশকে সম্ভবত ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলার অভাব, গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা নাট্যকারকে দগ্ধ করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই নাটকটি। ১৯৫৮ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।

একলব্য-গুরুদক্ষিণা–

বৈয়াসিক-মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত দ্রোণাচার্য ও একলব্যের কাহিনী অবলম্বনে দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ *একলব্য-গুরুদক্ষিণা* নাটকটি রচনা করেছেন[২৩]। নাটকটিতে ছটি অংক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটিতে কাহিনী বিন্যাসে তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে দ্রোণাচার্যের দারিদ্র নিপীড়িত অবস্থার বর্ণনা আছে, দ্বিতীয় পর্বে দ্রোণের দারিদ্র্যাতিশয় বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বে দেখা যায় একলব্য অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে আসেন, নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান, দ্রোণের মূর্তি নির্মাণ করে তপস্যা বলে একলব্যের ধনুর্বিদ্যা লাভ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি বিহীন হয়েও দ্রোণাচার্য ও অর্জুনকে পরাস্ত করে একলব্যের জয় বর্ণিত হয়েছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে।

বিড়ম্বনা–

বৈয়াসিক-মহাভারতের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' অবলম্বনে রামকৃষ্ণ শর্মা রচনা করেন *বিড়ম্বনা* নামক নাটকটি[২৪]। নাটকটিতে ছয়টি অংক দেখতে পাওয়া যায়। কর্ণ এই নাটকের নায়ক। নাটকে দেখা যায় কুন্তী কর্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জানান তিনি কেবল পাণ্ডবজননী নন কর্ণেরও জননী। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত তিনি জানান কীভাবে সূর্যদেবের প্রভাবে জন্ম হয় এবং লোক অপবাদের ভয়ে তিনি কখন তা প্রকাশ করেন নি। কুন্তী পাণ্ডবপক্ষ যোগের কথা বললে কর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তার প্রতিজ্ঞার কথা জানান। কুন্তী জানান দাতা কর্ণের কাছ থেকে কেউই প্রত্যাখ্যাত হয় না শুনেছেন। তখন কর্ণ বলেন তাঁর চারপুত্র জীবিত থাকবে কিন্তু কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কেবল একজন রক্ষা পাবে।

একচক্র–

বৈয়াসিক-মহাভারতের আদিপর্বের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এন্ রঙ্গনাথ শর্মা *একচক্র* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৫]। নাটকটিতে চারটি অংক দেখতে পাওয়া যায়। নাটকটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডবেরা ব্যাসদেবের নির্দেশ মতো একচক্রা নগরীতে এসে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে এক বিপ্রেরগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই নগরীর এক পাহাড়ে বকরাক্ষস বাস করতেন। রাজার সঙ্গে বক রাক্ষসের চুক্তি হয়েছিল প্রতিদিন দুটি করে মহিষ ও একজন করে পুরুষকে সে ভক্ষণ করবে। যে গৃহে পান্ডবরা উপস্থিত হয়েছিল সেই বারে তাদের পালা ছিল গৃহে সেই বিপ্রের স্ত্রী কন্যাদের ক্রন্দন শুনে কোনটি সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং তিনি বলেন তার পুত্র অর্থাৎ ভীম সেই রাক্ষসের কাছে যাবে এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হয়েছে। নাট্যকার বর্তমান সমাজের সমসাময়িক সমস্যা পরিবার-পরিজনের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা সম্পর্ক স্বার্থপরতা ইত্যাদি কে তুলে ধরেছেন এই নাটকে।

বিদুলাপুত্রী–

বৈয়াসিক-মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুলার উপাখ্যান অবলম্বনে এইচ্ ভি. নাগরাজ রাও *বিদুলাপুত্রী* নামক নাটকটি রচনা করেন[২৬]। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় নারী বিদুলা সৌবীররাজের স্ত্রী ছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল সঞ্জয়। সৌবীররাজের মৃত্যুর পর তার রাজ্য সিন্ধুরাজ কর্তৃক গৃহীত হয়। রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পুত্র সঞ্জয় কে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেন বিদুলা এবং অবশেষে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। বিদুলার উপাখ্যানের মাধ্যমে কবি এখানে সমাজকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বার্তা তুলে ধরেছেন।

❖ তৃতীয় অধ্যায়: মহাকবি নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায়:

৩.০ ব্যক্তিজীবন:

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর জেলার এক প্রান্তিক গ্রাম সারুলিয়া। আজও এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নবগঙ্গা। কত শহর গ্রাম গঞ্জ পার করে বয়ে চলেছে, কত মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সাখ্যি। এই সারুলিয়া গ্রামই ছিল নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাসস্থান। তাঁর মাতুলালয় ছিল ফরিদপুরে। পিতার নাম ছিল রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম দীনতারিণী দেবী। মুখোপাধ্যায় বংশের অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পর্কে ইনি রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রপিতামহ। এনার এক পুত্রের কথা জানা যায় যার নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মপত্নী মহেশ্বরী। যজ্ঞেশ্বর এনাদের একমাত্র পুত্র। যজ্ঞেশ্বর ছিলেন নাট্যমোদী। তিনি নাটকের দল তৈরি করে নাটক করে সেই যুগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় হয়তো সেই ধারা থেকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। যজ্ঞেশ্বরের ধর্মপত্নী হলেন শ্যামাসুন্দরী। তাঁর দশপুত্র, এক কন্যা ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন রামগোপাল[২৭]। রামগোপাল মুখপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী ছিলেন দীনতারিণী দেবী[২৮]। তাঁদের ছয় কন্যা কমলা, বিমলা, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গৌরী ও লক্ষ্মী এবং পাঁচ পুত্র বিজয়ানাথ, গিরিজানাথ, চিত্তানন্দ, নিত্যানন্দ ও শ্যামসুন্দর। নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল। নিত্যানন্দকে তাঁর বাড়ির বড়রা নিতাই বলে আহ্বান করতেন। নিত্যানন্দের বাল্যকালটা খুব সুখপ্রদ ছিল না। তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় আঠারোবছর বয়সে এবং পিতৃবিয়োগ হয় চব্বিশ বছর বয়সে। নিত্যানন্দ পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষার অধ্যয়ন শুরু করলেও সংস্কৃত কলেজের প্রণামধন্য পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে অবাধ বিচরণ করতে পারতেন। তিনি যে সমস্ত সনামধন্য পণ্ডিত মশাইয়ের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম মহামোহপাধ্যায় কালিপদ তর্কাচার্য, শ্রীভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, অনন্তলাল তর্কতীর্থ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ[২৯]। নিত্যানন্দ কাব্য, মুগ্ধবোধ ব্যকরণ, পুরাণ, প্রাচীন ন্যায়, নব্যস্মৃতি এবং প্রাচীন মুখোপাধ্যায় বিষয়ের উপর উপাধি লাভ করেন[৩০]। স্মৃতি(প্রাচীন ও নব্য) ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে অবাধ জ্ঞানের জন্য তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে স্বর্ণপদক অর্জন করেন[৩১]। পিতার ইচ্ছানুসারে ১৯৪৪ সালে ২১ বছর বয়সে নারায়ণ ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ সম্পন্ন হয়। নিত্যানন্দের ব্যক্তিগত ও সারস্বতজীবনে সহধর্মিণীর অবদান তিনি স্বীকার করেছেন[৩২]। নিত্যানন্দের ছয়পুত্র যথাক্রমে দেবব্রত, শিব, শ্যামাপ্রসাদ, অনন্তপ্রসাদ, বিশ্বজিৎ ও অরিন্দম এবং দুই কন্যা শান্তা ও সুতপা[৩৩]।

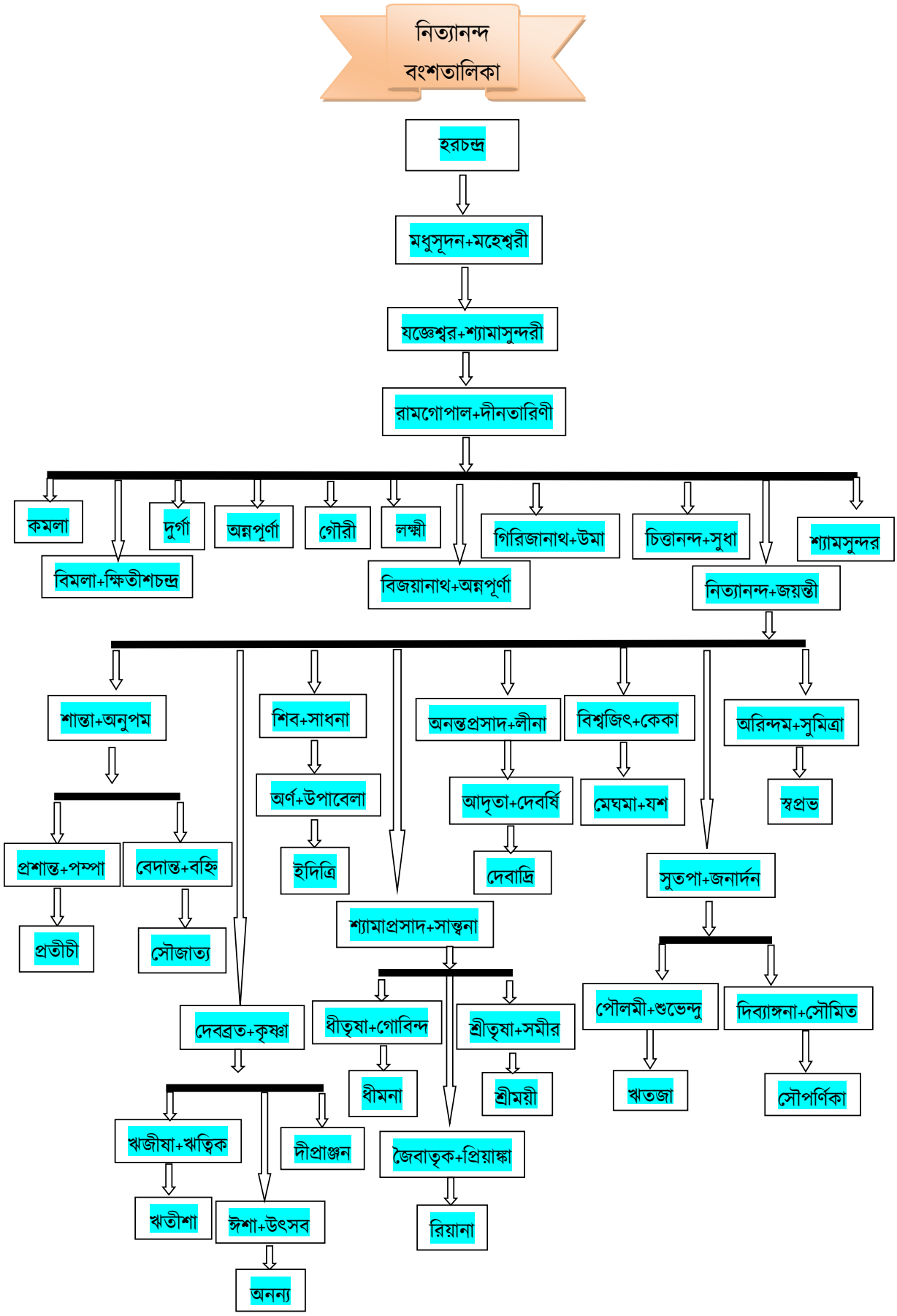

নিত্যানন্দ বংশতালিকা

৩.১ মহাকবির কর্মজীবন

তাঁর কর্মময় জীবন আরম্ভ হয়েছিল কোড়ারবাগান চতুস্পাঠীতে (বর্তমান নাম রামগোপাল চতুষ্পাঠী) পিতা রামগোপাল স্মৃতিরত্নের সহকারী অধ্যাপকরূপে[৩৪]। ঐ চতুষ্পাঠীতেই প্রধান অধ্যাপক হন পিতৃবিয়োগের পর। তারপর ১৯৫৬ সালে মুগ্ধবোধ ব্যকরণের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে[৩৫]। সেখানে কয়েক বছর অধ্যাপনার পরে তিনি ১৯৬৬ সালে কলিকাতা সরকারী কলেজে (বর্তমানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন[৩৬] এবং ১৯৮৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। মহাবিদ্যালয়ের কাজ থেকে সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ দিলীপ কাঞ্জিলাল মহোদয়ের অনুরোধে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে ঐ মহাবিদ্যালয়ের মহাচার্য বিভাগে নিযুক্ত হন। সেখানে কয়েক বছর গবেষণারও অধ্যাপনা করেন। কয়েক বছর অধ্যাপনার পর তিনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ এবং কোড়ারবাগান চতুষ্পাঠীতেও অধ্যাপনা করেন বলে জানা যায়। তিনি নিখিল বঙ্গ সংস্কৃত সেবি সমিতি, সীতারাম ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ, বঙ্গ বিবুধ জননী সভা (নবদ্বীপ) ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার কর্মসমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে ১০ই আগস্ট তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক অবদানের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারে সম্মানিত হন[৩৭]।

৩.২ মহাকবির সারস্বতসমূহকৃতি

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাজীবন অবলম্বনে *ধর্মসংস্থাপন, বীরবামাচরণ, তৈলঙ্গবন্দন, ভক্তরামপ্রসাদ, শ্রীগদাধরসম্ভব, তর্কাচার্যপ্রবন্ধন, কালিদাস, শ্রীসীতারামবীরভাব, পাপীতাড়ন* ইত্যাদি ঊনিশটির বেশি, *বৈয়াসিক-মহাভারত* অবলম্বনে *ঘটোত্কচবধ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, জয়দ্রথবধ, কর্ণজীবন, তপোবল, অজ্ঞাতবাস, ভীষ্মত্বলাভ* ইত্যাদি বারোটির বেশি, *রামায়ণ* অবলম্বনে *রামবিবাহ, সীতাহরণ, বালিবধ, রামবনগমন, শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্ত* ইত্যাদি এগারোটির বেশি, *পুরাণাশ্রিত মহিষাসুরলাঞ্ছন, অকালবোধন, মাতৃপূজন, কংসবধ, অভিশাপপ্রদান, গঙ্গাবতরণ, শিবপ্রসাদন, সত্যব্রতধর, রক্তবীজবধ, ধ্রুবপ্রসাদন* ইত্যাদি সতেরোটির বেশি, লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক *শনিপ্রভাহ, সর্বাপততারক, সত্যনারায়ণাবির্ভাব* ইত্যাদি ছয়টির বেশি রূপক রচণা করেছেন। তিনি সংস্কৃত-ভাষায় প্রচুর নাটক, ছোট-বড় মিলিয়ে ১১৬টি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃতভাষায় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যের সংখ্যা সাতটি, খণ্ডকাব্যের সংখ্যা চব্বিশটি, সংগীত ও প্রবন্ধ অসংখ্য।

মহাকাব্য– *বামাচরণবৈভব, তৈলঙ্গবৈভব, শ্রীসীতারামদাসোঙ্কারনাথায়ন, তর্কনাথবৈভব, সর্বানন্দবৈভব, শ্রীজানকীনাথবন্দন*

নাটক–

জীবনীমূলক– *কালিদাস, বঙ্গকীর্তিবিধান, তপোবৈভব, সীতারামাবির্ভাব, ধর্মসংস্থাপন, তৈলঙ্গবন্দন, বীরবামাচরণ, ভক্তরামপ্রসাদ, শ্রীগদাধরসম্ভব, সিদ্ধসীতারাম, ভক্তহরিদাস, পাপিতারণ, মাতৃদর্শন, শ্রীবোপদেববৃত্তম্, রঘুনন্দনবন্দন, বিদ্যাসাগরবন্দন, জরৎকারুনির্যাণ, তর্করত্নাভিবন্দন, তর্কাচার্যপ্রবন্দন, জানকীনাথবন্দন, লোকনাথাভিবন্দন*

কালিদাসকৃত কর্ম অবলম্বনে–*মেঘদূত, কুমারসম্ভব*

রামায়ণ ভিত্তিক – *শ্রীবাল্মীকিত্বলাভ, রামবিবাহ, শ্রীরঘুজন্মবৃত্তান্ত, মনঃপ্রসাদন, বালীবধ, ভরতগুণবন্দন, রামানুগামি-লক্ষ্মণ, সীতাহরণ, সীতোদ্ধার, ভার্গবদর্পনাশ, রামবনগমন,* উপাধিলাভম্

মহাভারত ভিত্তিক – *কর্ণজীবন, ঘটোৎকচবধ, জয়দ্রথবধ, সর্পযজ্ঞনিবারণ, দ্রৌপদীমানরক্ষণ, পাণ্ডবপরীক্ষণ, সত্যরক্ষণ, শমনবিজয়, ভীষ্মত্বলাভ, অজ্ঞাতবাস, তপোবল, পরীক্ষিতপরিরক্ষণ*

পুরাণ ভিত্তিক – *মহিষাসুরলাঞ্ছন, অকালবোধন, মাতৃপূজন, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভযাতন, সত্যব্রতধর, শিবপ্রসাদন, চণ্ডমুণ্ডবিনাশন, গঙ্গাবতরণ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বলিচ্ছলন, প্রহ্লাদবিনোদন, ধ্রুবপ্রসাদন, অভিশাপপ্রদান, কংসবধ, মধুকৈটভনাশন, সত্যনারায়ণার্চন, রুচিবিবাহ,* সুবচনীপ্রপূজনম্, *গঙ্গামাহাত্মকীর্ত্তন, শনিপ্রভাহ*

উপনিষদ ভিত্তিক – *সত্যকামবৃত্ত, আত্মবিবেকলাভ, পুত্রলাভ*

দেশপ্রেম/জাতীয়তাবোধ মূলক – *সুশীলবিজয়, আত্মনিবেদন, বালেশ্বরমহা যুদ্ধ, দেশশত্রুনিপাতন, সুভাষবিজয়, দেশবন্ধুপ্রকীর্ত্তন, অমরবীরবৃত্তান্ত*

পূর্বতন রচনা অবলম্বনে – *মুকুট, সম্পত্তিসমর্পণ, গুপ্তধন, ব্যবধান, সোপানবচন, রাসমণিপুত্র, রহমৎখানবৃত্তান্ত, শ্রীনলিনপরাভব, পুত্রযজ্ঞ, রোগিবান্ধব, পুত্রপ্রত্যাবর্তন, বার্তাগৃহাধ্যক্ষবচ, আনন্দমঠ, প্রতিশোধপরিগ্রহ, সুমতিলাভ, চিকিৎসাসংকট*

প্রশস্তি, ভাষণ ও অভিনন্দনবার্তা – *গৌরবনন্দন, চৈতন্যশতক, ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (১ ও ২), কালিদাসবন্দন, শোকগাথা, ওঙ্কারবন্দন, সীতারামনবক, বিজয়কুমারস্মরণ, জাতীয়পতাকাভিনন্দন, শৈলকুমারস্মরণ, নির্বাণবাণীপ্রসারতু, সত্যানন্দপ্রশস্তি, ওঙ্কারনাথবন্দন, ওঙ্কারনাথশতক, গণেশশতক, শ্রীগুরুবন্দন, শ্রীকৃষ্ণবন্দন, শ্রীপশুপতিনাথবন্দন, তর্কাচার্যপরিচিতি, অভিভাষণ, সভাপতের্ভাষণ* ইত্যাদি।

বিবিধ – *ভাগবতরচনামৃত, গঙ্গামাহাত্মকীর্ত্তন, চন্দ্রমাহাত্মকীর্ত্তন, বিল্বমঙ্গলমঙ্গল, ভর্তৃহরিবৈরাগ্যলাভ, নূপপুরপ্রবেশ, দেশরক্ষণ, তপোনাশন, বেতালমিলন, ধূর্ত্তছল, ভারবাহিজনার্দন, বিদ্বদ্দম্ভবিনাশন,কৌলীন্যপরীক্ষ, জামাত্র্যভ্যর্থন, বিষয়াকাঙ্ক্ষণ, জননীশ্রাদ্ধবাসর, গুরুশিষ্যসংবাদ, শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (আদ্যলীলামৃতম্), *শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম্* (মধ্যলীলামৃতম্)

এই অধ্যায়ে প্রকাশিত নাটকের বিস্তৃত সূচি প্রস্তুত করে নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে। এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে।

❖ চতুর্থ অধ্যায়: *জয়দ্রথবধ*-নাট্যকৃতির বিচার-বিমর্শ:

এই অধ্যায়ে *জয়দ্রথবধ* নাটকের মূল ও তার অবুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে নাটকের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হল–

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বারোটি নাটক রচনা করেন তার মধ্যে দশটি এখনও অপ্রকাশিত। এই এগারোটি অপ্রকাশিত নাটকের মধ্যে *জয়দ্রথবধ* নাটকটি অন্যতম। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে *জয়দ্রথবধ* নাটকটি নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় রচনা করেন। *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র দ্রোণপর্বের ৭৪তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৩৪তম অধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় বিরচিত *জয়দ্রথবধ* নাটকটি। অভিমন্যুবধজাত শোকের দ্বারা অর্জুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে নাটকটির সুত্রপাত ঘটে–

অদ্যৈব তাবদ্ বিনিপাতয়ামি
সূর্য্যাস্তযানস্য চ মধ্যতোহি
জয়দ্রথং দুষ্টকৃতিং বলেন
নোচেত্ স্বয়ং মৃত্যুমহং বৃণোমি।।[৩৮]

কৃষ্ণ অর্জুনকে শোক ত্যাগ করে স্থির হতে বলেন। তিনি বলেন ক্ষত্রিয়ের শোক প্রকাশ অশ্রু ব্যায়ের দ্বারা নয় প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই হয়। নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের সংলাপ দেখতে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত ঘটনা শুনে দুর্যোধনকে তিরস্কার করেন এবং বলেন একটি বালককে হত্যা করে স্ববংশের ধ্বংসকে সামনে নিয়ে এসেছ তুমি–

বালমেকং নিহত্যৈব স্ববংশপালনং স্বয়ম্
সন্নিকটে সমানীতং চিন্ত্যতেন ত্বয়া কথম্।।[৩৯]

অন্যদিকে তৃতীয়াঙ্কে দেখা যায়, কূটবুদ্ধি শকুনি অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত ভেবে নেন এবং জয়দ্রথরক্ষার্থে পরিকল্পনা শুরু করেন। চতুর্থাঙ্কে দেখা যায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন কারণ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে । অন্যদিকে শকুনির পরামর্শে জয়দ্রথ ব্যূহমধ্যে মহাবীরের দ্বারা রক্ষিত আছে জানা যায় এবং কীভাবে তারা অর্জুনকে বাধা দেবে সেই পরিকল্পনাও এখানে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চমাঙ্কে মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু জয়দ্রথের অনুসন্ধান পাণ্ডবেরা পায় না, কারণ ব্যূহভেদ করতেই তারা অসমর্থ। কৃষ্ণের সাথে অর্জুন সংশপ্তকদের হত্যা করে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু ব্যূহমধ্যে কৌরবরা কোথায় জয়দ্রথকে লুকিয়ে রেখেছে তার অনুসন্ধান পায়না। তাই কৃষ্ণ মনে মনে ভাবেন সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে যদি আবরণ করেন তাহলে সূর্যাস্ত হয়েছে এই ভেবে জয়দ্রথ রক্ষণে উদাসীন হয়ে পরবে কৌরবরা এবং তাই করেন। সূর্যাস্ত হয়েছে এইভেবে জয়ধ্বনি উল্লাসের দ্বারা ব্যূহমধ্য থেকে দুর্যোধনের সঙ্গে প্রবেশ করেন জয়দ্রথ এবং সেইসময়ই কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র অপসারিত করে নেন। বুঝতে পারেন সবটাই কৃষ্ণের পরিকল্পনা। জয়দ্রথকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন কৌরবরা কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, জয়দ্রথকে শরবিদ্ধ করে নিহত করেন অর্জুন এখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে।

নাটকের নাম	**প্রণেতা**	**উৎস**	**রচনাকাল**	**প্রধান চরিত্র**	**হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা**	**অঙ্ক সংখ্যা**	**দৃশ্য**	**শ্লোক সংখ্যা**
জয়দ্রথবধ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি, জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য, ভীম	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৮
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৯
						দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১০
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৬
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৫
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১১
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৬
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৬
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	শ্লোকহীন
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১৪
						মোট শ্লোকসংখ্যা–		৭৫

❖ পঞ্চম অধ্যায়: ঘটোৎকচবধ-নাট্যকর্মের সমীক্ষা:

এই অধ্যায়ে *ঘটোৎকচবধ* নাটকের পাঠ্য ও তার অনুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে নাটকের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হল–

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত বারোটি নাটকের মধ্যে অন্যতম নাটক হল *ঘটোত্কচবধ*। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থের ৩০ সংখ্যক নাটক এটি। *বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্বের ৮৫তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৮৩তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অবলম্বনে *ঘটোত্কচবধ* নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকটির শুরুতেই দেখা যায় ভগবান বাসুদেব একজন দূত প্রেরণ করেছেন। দৌবারিক সেই দূতকে নিয়ে প্রবেশ করে এবং ঘটোত্কচের সাথে দূতের কথোপকথন শুরু হয়। কুশলবার্তা বিনিময়ের সময় দূত বলেন বাসুদেব, পাণ্ডবগণ শারীরিক দিক থেকে সকলেই সর্বতোভাবে কুশলে আছেন কিন্তু মনের দিক থেকে তারা কিছুটা ব্যাকুল–

> কুশলিনঃ শরীরেণ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতঃ।
> স্বস্থান মনসা তে তু ভবন্ত্যেব কথঞ্চন।।[৪০]

ঘটোত্কচ তাঁদের মানসিক ব্যাকুলতার কথা শুনে কারণ জানতে চাইলে দূত বলেন দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে বারো বছর বনবাসে পাঠিয়ে তারপর আবার এক বছর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট দিয়েও এখন তৃপ্ত হয়নি, জননী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে বস্ত্রমোচনের চেষ্টা করেছেন[৪১]। একথা শুনে ঘটোত্কচ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং দুর্যোধনকে হত্যা করার কথা বলেন। দূত তাঁকে শান্ত হতে বলেন এবং জানান পাণ্ডবগণ সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন। সাথে আরও জানান এই যুদ্ধে ভগবান তাঁকে সসৈন্যে পাণ্ডবকক্ষ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের শুরুতে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের কথোপকথন লক্ষ্য করা যায়। অভিমন্যুর অকাল প্রয়াণে যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে পড়েছেন দেখে কৃষ্ণ ধর্মরাজকে বলেন যা পূর্বেই নির্ধারিত আছে তা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে, না হলে রাম, নল প্রমুখ রাজা কেনই বা দুঃখভোগ করবেন। সাথে আরও বলেন পূর্বজন্মের কৃত কর্মফলই প্রাণিগণ এই পৃথিবীতে দৈবরূপে ভোগ করে থাকে। তা শুনে যুধিষ্ঠির বলেন যদি কালচক্রেই সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় তাহলে গুরুহত্যাদি পাপে আমরা লিপ্ত হই কেন। একথা শুনে কৃষ্ণ ঘটোত্কচকে আহ্বান জানান এবং বলেন শীঘ্রই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য নিবেদন করতে। ঘটোত্কচ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানান এবং বলেন যদি কোনপ্রকারে বংশরক্ষা করতে হয় তাহলে আজ এখনই যুদ্ধ থেকে পুত্র দুর্যোধনকে প্রতিনিবিত্ত করুন[৪২]। ধৃতরাষ্ট্র বলেন অসমর্থ তিনি, পাপবীজের ফল ভোগ করতেই হবে তাঁকে। তৃতীয়াঙ্কে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথন দেখতে পাওয়া যায়। দুর্যোধন শকুনিকে দূত প্রেরণের কথা জানান। শকুনি বলেন অভিমন্যুর দশা স্মরণ করে বাসুদেব এমন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এমন সময়ে পাণ্ডবশিবিরে হঠাৎ শঙ্খ, তুরী, ভেরীর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন থেকে জানা যায় অভিমন্যুর বিজয়োল্লাসে উজ্জীবিত কৌরবরা ভীষণ যুদ্ধ করছে। কৃষ্ণ

ঘটোত্কচকে আহ্বান জানান এবং তাকে আজ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তা দেখে যুধিষ্ঠির জানতে চান ভীমাদি থাকতে ঘটোত্কচ কেন। কৃষ্ণ বলেন যথাসময়ে জানবেন। চতুর্থাঙ্কে দেখা যায় দুর্যোধন শকুনিকে বলছেন ঘটোত্কচ যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিয়ে অতীব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করেছে। পাণ্ডবদের আক্রমণে কৌরবদের সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং পলায়ন করছে। দুর্যোধন তা দেখে চিন্তিত হয়ে পরায় শকুনি তাকে নিয়ে কর্ণের শিবিরে যাবার পরামর্শ দেয়। উভয়ে সেখানে গিয়ে কর্ণকে যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ জানান। কর্ণ তা শুনে বলেন চিন্তা না করার জন্য, অচিরেই অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহু প্রহারে ঘটোত্কচকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে। তখন শকুনি বলেন এ বচনে কোন সংশয় নেই তাও ইন্দ্রপ্রদত্ত একপুরুষঘাতী অস্ত্র সঙ্গে রাখতে। কর্ণ বলেন– 'নহি নহি। অন্যত্র কুত্রাপি অস্য প্রয়োগঃ কথং নৈব যুজ্যতে।' অর্থাৎ, না না, অন্য কোথাও এই অস্ত্রের প্রয়োগ কোনোভাবেই উচিত নয়। দুর্যোধন বলেন আজ ঘটোত্কচকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, সেইজন্যই এরূপ প্রার্থনা। এই বলে সকলে মিলে তারা যুদ্ধস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পঞ্চমাঙ্কে দেখা যায় কৃষ্ণ দৌবারিককে যুদ্ধের বৃত্তান্ত জেনে আসতে বলেন। দৌবারিক সংবাদ জেনে এসে বলে–

ঘটোত্কচস্যাস্য পরাক্রমেণ
পলায়মানাঃ কুরুসৈনকা হি।
পরাজয়ং নিশ্চিতমেব দৃষ্ট্বা
সমাগত স্ত্বঙ্গনৃপঃ সশস্ত্রঃ।।[৪৩]

ঘটোত্কচের পরাক্রমে সমস্ত কৌরবসৈন্য চারিদিকে পলায়ন করেছে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা আবার সশস্ত্র অঙ্গরাজকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অঙ্গরাজের উপস্থিতির কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে বলেন – '(স্বগতম) তর্হি ধনঞ্জয় জয়ায় যথাযথং চিন্তিতং তথৈব সর্ব্বমাপদ্যতে।' অর্থাৎ, তাহলে ধনঞ্জয়ের জয়ের জন্য যেমন ভেবেছিলাম তেমনই সব ঘটছে। এইভেবে যুধিষ্ঠিরকে বলেন ঘটোত্কচের মনোবলবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত তাদেরও। পঞ্চমাঙ্কের অন্তিমে দেখা যায় কর্ণ ও ঘটোত্কচের মধ্যে মহাযুদ্ধ চলছে। কৌরবদের পরাজয় আসন্ন দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বলেন – 'অঙ্গরাজ! সর্ব্ব এব সৈনিকাঃ প্রায়েণ পলায়িতাঃ অলং কালক্ষেপেণ। শীঘ্রং ইন্দ্রদত্তমস্ত্রং প্রক্ষিপ।' অর্থাৎ অঙ্গরাজ! সকল সৈন্যই প্রায় পলায়ন করেছে। কালবিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করো। কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং ঘটোত্কচের মৃত্যু ঘটে। এখানেই নাটকটি সমাপ্ত ঘটে। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য আছে।

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
ঘটোত্কচবধ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* দ্রোণপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	ঘটোত্কচ, দৌবারিক, দূত, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র,	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১০
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১১
						দ্বিতীয়-	প্রথম দৃশ্য	১৩

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
				সঞ্জয়, কর্ণ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি,		অঙ্ক	দ্বিতীয় দৃশ্য	১৩
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৩
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	১১
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৪
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	২
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						মোট শ্লোকসংখ্যা– ৭৭		

❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা:

এই অধ্যায়ে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকের পাঠ্য ও তার অবুবাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের লক্ষণানুসারে নান্দী, প্রস্তাবনা, সূত্রধার, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি, নাটক লক্ষণ, ভরতবাক্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। নাটকের চরিত্র ধরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাটকের ছন্দ, অলংকার, রস, গুণ-রীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে নাটকের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হল–

বৈয়াসিক-মহাভারত অবলম্বনে নিত্যানন্দ-মুখোপাধ্যায় বিরচিত বারোটি নাটকের মধ্যে *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি অন্যতম। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে রচিত *দ্রৌপদীমানরক্ষণ* নাটকটি *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র সভাপর্বের ৫৬তম আধ্যায় থেকে শুরু করে ৭৩তম আধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাটকের শুরুতে দুর্যোধন ও শকুনির কথোপকথন দেখা যায়। দুর্যোধন, শকুনিকে বলেন পাণ্ডবদের অতুল সম্পদ দেখে তিনি বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তা হরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন–

পাণ্ডবানাং তথা দৃষ্টা সম্পদঞ্চাতুলাং পরাম্।
ব্যাকুলশ্চঞ্চলশ্চাস্মি হন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বতঃ।।[৪৪]

শকুনি সব কথা শুনে দুর্যোধনকে বলেন বিচক্ষণবুদ্ধির দ্বারা সঠিক উপায় নিরূপণ করতে না পারলে কার্যহানি হয়। বল ছল আশ্রয় করতে হয় কার্যসিদ্ধির জন্য। তুমি নিশ্চিন্ত হও যা করার আমিই করছি—'নিশ্চিন্তো ভব বৎস ত্বং যৎকার্য্যং করবাণ্যহম্।'[৪৫] দুর্যোধন, শকুনির অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি বলেন—

দ্যুতেনৈব পরাজিত্য পাণ্ডবানাং হি সম্পদম্।
সর্ব্বামহং হরিষ্যামি বৎস চিন্তাং পরিত্যজ।।[৪৬]

অর্থাৎ, পাশার(অক্ষক্রীড়া) দ্বারা পরাজিত করে ঐ পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পদ আমি হরণ করে নেব বৎস! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করো। দ্বিতীয়াঙ্কের শুরুতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথোপকথন দেখা যায়। সেই সময় দৌবারিক প্রবেশ করে জানায় কৌরবেশ্বর দুর্যোধনের বার্তাপ্রেষিত এক দূত এসেছে। দূত প্রবেশ করে জানায় মহারাজ দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যুধিষ্ঠির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই উপস্থিত হবেন তা জানান। দূত প্রত্যাবর্তনের পর অর্জুন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা বলেন। যুধিষ্ঠির জানান ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যেমনভাবে অধর্ম, ঠিক তেমনি দ্যূতক্রীড়া প্রত্যাখ্যানও। পরে দেখা যায় দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পার্থনার জন্য যায় এবং তাঁকে পাণ্ডবদের উপহাসের কথা জানায়। সাথে জানায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আক্রমণ করে পরাজিত করতে চাইছে দ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে। ধৃতরাষ্ট্র বলেন দ্যূতক্রীড়ায় বুদ্ধিলোপ হয়, রাজা নল কঠিন দুঃখ ভোগ করেছিলেন তাই এর আশ্রয় নেওয়া সমীচীন নয়। আরও বলেন, ধর্মহীন কর্ম দ্বারা কীভাবে তার শ্রেয় বস্তু লাভ হবে। ধর্মযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যত্ব অর্জন করে। সুতরাং এগুলি যথাযথ বিবেচনা করে তবেই কার্যসাধন করো এই পার্থনা করি[৪৭]। তৃতীয়াঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় সত্যভামা ও কৃষ্ণের কথোপকথন। কৃষ্ণকে উৎকণ্ঠিত দেখে সত্যভামা এর কারণ জানতে চায়। কৃষ্ণ বলেন পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাবশত দুর্যোধন কপটতার দ্বারা দখল করার চেষ্টা করছে। সত্যভামা বলেন আপনি সব জেনেও প্রতিকার করছেন না কেন। কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেন আরম্ভের খণ্ডন এ পৃথিবীতে কেউ করতে পারে না। আরম্ভ বিনা কখনোই ভোগের সমাপ্তি হয় না। আরো বলেন এই ধরণীতে মনুষ্যরূপ ধারণ করেই আমি এই ধরণীর ভার লাঘব করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি। সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কিছু অবলম্বন করা অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে। অর্থাৎ, পাণ্ডব কৌরবদের মধ্যে বিরোধ ব্যতীত আমার কার্য সিদ্ধ হবে না। পরে দেখা যায় দুর্যোধনের কাছে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে মুখ নিচু করে বসে আছে। দূর্যোধন জানতে চায় তিনি আর খেলবেন না? তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন পণ রাখার মতো তাঁর কাছে কোন দ্রব্য নেই। শকুনি প্রত্যুত্তরে উপহাস করে বলেন নেই বলছো কেন এখনো তো দ্রৌপদী রয়েছে। ভিম একথা শুনে অত্যন্ত রেগে যায় এবং এই উপহাসের প্রতিকার করার প্রতিজ্ঞা করে। দূর্যোধন বলেন যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত হয়ে ক্ষত্রিয় যদি আমন্ত্রণ রক্ষা না করে তাহলে তার ক্ষত্রিয় নাম ধারণ নিষ্ফল। যুধিষ্ঠির একথা শুনে খেলার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পণ হিসেবে দ্রৌপদীকে রাখে। উভয়ের ক্রীড়া শুরু হয় এবং যুধিষ্ঠির পরাজিত হয়। দুর্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করেন শীঘ্রই পাণ্ডব অন্তঃপুরে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার জন্য। চতুর্থ অংকের শুরুতেই দেখা যায়

সত্যভামা ও কৃষ্ণের কথোপকথন। সত্যভামা জানতে চায় আপনার আশ্রিত হয়েও এনাদের কেন এমন দশা। কৃষ্ণ বলেন এই অবস্থায় আমারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। সমস্ত জগত যেমন মহাকালের অধীন তেমনি দেবতাগণও। মহাকালের শক্তিকে উলঙ্ঘন করার শক্তি কারোরই নেই। এই কথোপকথন কালে কৃষ্ণ জানতে পারেন পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলপূর্বক নিয়ে আসতে যাচ্ছে। কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং দ্রৌপদীকে বাঁচানোর জন্য হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ওদিকে দুঃশাসন মহিলাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের কাছে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। তিনি জানান দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবরা সব কিছু হারিয়েছে তারা এখন দাস মাত্র। দ্রৌপদী জানায় সে রাজস্বলা, তাও এক বস্ত্রে আছে কীভাবে সভায় নিয়ে যেতে পারে? দুঃশাসন তাকে অপমানিত করেন এবং বলপূর্বক সভায় নিয়ে যেতে থাকেন। দ্রৌপদী রক্ষা পাবার জন্য কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে। পঞ্চম অঙ্কে গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্রকে দ্যূতক্রীড়ায় দুর্যোধনের জয়লাভের কথা জানায় এবং সাথে বলেন শকুনির কপটতার দ্বারা পাণ্ডবদের রাজ্য অধিকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া দুর্যোধন আর যা করেছেন তা বলতে আমার লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত কৌতূহল হয়ে জানতে চায় গান্ধারী বলেন পাণ্ডবদের বধূ তথা আমাদের কূলবধূ দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়েছে। গান্ধারী বলেন মহারাজ যদি এর প্রতিরোধ না হয় তাহলে তাদের বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা ঠিক করেন শীঘ্রই সেখানে গিয়ে দুর্যোধনকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবারণ করবে। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বলপূর্বক চুলের মুঠি ধরে সভায় নিয়ে আসে। ভীম তা দেখে প্রতিজ্ঞা করেন দুঃশাসনের বুক চিরে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করবে। দুর্যোধন বলপূর্বক ঊরুতে বসানোর চেষ্টা করেন তা দেখে ভীম সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করবে। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হয়ে দেখলেন অপরিমিত বস্ত্র আসতে আরম্ভ করেছে। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেই সময় প্রবেশ করে শীঘ্রই এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত করেন এবং আদেশ করেন মুক্ত করার জন্য। সেই সময় কৃষ্ণের প্রবেশ। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অপরাধের ক্ষমা পার্থনা করেন। কৃষ্ণ জানান তিনি পূর্বেই ক্ষমা করেছেন। নাটকটি এখানেই ধৃতরাষ্ট্রের ভরতবাক্যের দ্বারা সামাপ্ত হয়। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতিটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	প্রধান চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
দ্রৌপদীমান-রক্ষণ	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	*বৈয়াসিক-মহাভারতের* সভাপর্ব	১৩৯৩ বঙ্গাব্দ	কৃষ্ণ, অর্জুন, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র,	৩০	প্রথম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	১৩
						দ্বিতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৯
							দ্বিতীয়	১০

নাটকের নাম	প্রণেতা	উৎস	রচনাকাল	প্রধান চরিত্র	হস্তলিখিত পুঁথিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা	অঙ্ক সংখ্যা	দৃশ্য	শ্লোকসংখ্যা
				সত্যভামা, দ্রৌপদী, দুঃশাসন, গান্ধারী			দৃশ্য	
						তৃতীয়-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						চতুর্থ-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৭
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৫
						পঞ্চম-অঙ্ক	প্রথম দৃশ্য	৪
							দ্বিতীয় দৃশ্য	৯
						মোট শ্লোকসংখ্যা– ৭৬		

উপসংহার

এই তিনটি নাটক *বৈয়াসিক-মহাভারতের* ঘটনা থেকে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যে যেহেতু তৎকালীন সময়ের ঘটনার প্রতিরূপ দেখা যায় সেহেতু *বৈয়াসিক-মহাভারতের* যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তা সেই সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছায়া বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কয়েক সহস্র বৎসর পরে সমাজে বহু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সাহিত্যে পরিবর্তিত সমাজে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে এটিই স্বাভাবিক। অতএব আলোচিত তিনটি নাটকে *বৈয়াসিক-মহাভারতের* ঘটনার ভিত্তিতে বর্তমান নাট্যকারের সমাজের প্রতিচ্ছায়া প্রভাব ফেলেছে একথা অনুমান করা যায়। আলোচিত তিনটি নাটকেই বর্তমান সময়ের যে ছায়া লক্ষ্য করা গেছে তা উপসংহার পর্বে উল্লেখ করা যায়।

জয়দ্রথবধ নাটকে অভুমন্যুবধ প্রতীক রূপে উল্লিখিত হলেও বর্তমান সমাজেও এমন ঘটনার প্রভাব নাট্যকারের উপর লক্ষ্য করা গেছে। অন্যায় হত্যা প্রতিবাদ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে যে কৌশল অবলম্বন করতে দেখা গেছে তা বর্তমান সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

একই ভাবে *ঘটোৎকচবধ* নাটকে ঘটোৎকচ বধকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়া কৌশল বর্তমান সময়ের রাজনীতিকদের কৌশলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে ঘতৎকচের মতো ব্যক্তিরা অন্যের স্বার্থে নিজের জীবন বলিদান করেন তা দেখা গেছে। দধীচী থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত এই রকম আত্মবলিদান চলেইছে।

দ্রৌপদীমাণরক্ষণ নাটকে দুর্যোধন দুঃশাসনাদির অমানবিক এবং সভ্যতা-বিবর্হিত আচরণ বর্তমান সময়ে নানরকম লজ্জাজনক ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। *বৈয়াসিক-মহাভারতে*র সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীর সম্মান যে সুরক্ষিত নয় তা বারেবারে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শাসককুলের হাতেও নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত নয় তা প্রতীকীরূপে এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা), *সাহিত্যদর্পণ*, পৃষ্ঠা ২৫

[২] *তত্রৈব*

[৩] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *২০ সেঞ্চুরি সংস্কৃত লিটরেচার। এ গ্লিম্পস ইন্টু ট্র্যাডিশন এন্ড ইনোভেশন*

[৪] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*

[৫] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *২০ সেঞ্চুরি সংস্কৃত লিটরেচার। এ গ্লিম্পস ইন্টু ট্র্যাডিশন এন্ড ইনোভেশন*

[৬] ঋতা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*

[৭] দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*

[৮] অভিষেক দাস, *এন এনালিসিস অফ দা পাবলিশড সংস্কৃত ওয়রক্স অফ পণ্ডিত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়*

[৯] মাধুরী ঘোষ, *ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা*

[১০] *নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩, শ্লোক ১৭।

[১১] ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩০৯

[১২] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১২

[১৩] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৩

[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১২

[১৫] তত্রৈব

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৪

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৩

[১৮] তত্রৈব

[১৯] তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭

[২০] তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৩

[২১] হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা), *বৈয়াসিক-মহাভারত*, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ৫/৪৯, পৃষ্ঠা ৪২

[২২] ঋতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক*, পৃষ্ঠা ১৮৪

[২৩] *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৮০।

[২৪] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৫।

[২৫] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৯।

[২৬] তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৩।

[২৭] যজ্ঞেশ্বরাত্মজো দ্বিজঃ রামগোপাল নাম বৈ। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *শতবর্ষে নিত্যানন্দে প্রসূনাঞ্জলি*, পৃষ্ঠা ৫১

[২৮] তস্য পত্নী চ দীনতারিণী স্নেহময়ী সদা। *তত্রৈব*।

[২৯] রামগোপালভূপেন্দ্রো কালীপদশ্চ বিশ্রুতাঃ।
চিন্নস্বামী-সরোজশ্চ শ্রীজীবোঽনন্ত এব চ।।৭।। *তত্রৈব*।

[৩০] ন্যায়-পুরাণশাস্ত্রে চ ব্যাকরণে তথা স্মৃতৌ।
মীমাংসাং তথা কাব্যে পাণ্ডিত্যমাপ্নুবান্ বুধঃ।।৯।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫২।

[৩১] প্রাপ্য প্রজ্ঞাং হি শাস্ত্রেষু স্মৃত্যাদিবিবিধেষু চ।
স্বর্ণরৌপ্যময়ানি বৈ লব্ধানি পদকানি হি।।১০।। *তত্রৈব*।

[৩২] পত্নী দেবী জয়ন্তী যা সর্বকর্মসু সেবিকা।
নিত্যানন্দস্য তৃপ্তয়ে দত্তবতী হি জীবনম্।।৬৪।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৬।

[৩৩] ষট্পুত্রাশ্চ তয়োর্যথা কন্যে দ্বে পরমার্থিকে।
তয়োঃ কৃপাবশাদেব লভন্তে সুখসাগরম্।।৬৬।। *তত্রৈব*।

[৩৪] রামগোপালসংজ্ঞায়াং চতুষ্পাঠ্যাং নিয়োজিতঃ।১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।

[৩৫] নবদ্বীপস্থরাজিতে মহাবিদ্যালয়ে শুভে।
প্রাধ্যাপকপদং প্রাপ্য গতবাংস্তত্র বৈ বুধঃ।।১৪।। *তত্রৈব*।

[৩৬] লব্ধাধ্যাপককার্যং হি কালিকাতাস্থ রাষ্ট্রীয়ে।
প্রসিদ্ধে সংস্কৃতে চৈব মহাবিদ্যালয়ে শুভে।। ৩০।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৩।

[৩৭] ভারতসর্বকারস্য রাষ্ট্রপতিমহোদয়ৈঃ।
প্রদত্তশ্চ পুরস্কার আজীবনসুমানিতঃ।।৪৯।। *তদেব*, পৃষ্ঠা ৫৫।

[৩৮] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *জয়দ্রথবধ*, শ্লোক ৯।

[৩৯] তদেব, শ্লোক ২১।

[৪০] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ঘটোত্কচবধ*, শ্লোক ১৪

[৪১] *তদেব*, শ্লোক ১৬,১৭।

[৪২] *তদেব*, শ্লোক ৪৬।

[৪৩] *তদেব*, শ্লোক ৭১

[৪৪] নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্রৌপদীমানরক্ষণ*, শ্লোক ৭।

[৪৫] *তদেব*, শ্লোক ১৯।

[৪৬] *তদেব*, শ্লোক ২০।

[৪৭] *তদেব*, শ্লোক ৩৯।

সবিমর্শ গ্রন্থপঞ্জি

Bandyopadhyay, Ashok Kumar. *Saṃskṛta Vāṅlā Abhidhāna.* Sadesh, 2011. (3rd ed.; 1st ed. 2001).

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Saṃskṛta Sāhityera Itihāsa*. Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, 2012. (2rd ed.; 1st ed. 1988).

Basu, Buddhadeb. *Mahābhāratera Kathā*. Kolkata: Granthalaya Pvt. Ltd., 1990. (*Buddhadeb Basur Rachanasangraha.* Vol. 11).

Basu, Ratna. *Methodology and Sanskritic Researches*. Kolkata: Rabindra Bharati University, 2012. (1st ed. 1998). (School of Vedic Studies Pamphlet Series 4).

Bharata. Nāṭyaśāstra. Ed. M. Ramakrishna Kavi. With Abhinavagupta's comm. vols. 1, 2. Baroda (now Vadodara): ORI, 1926, 1928 (GOS 36, 38).

_____. Ed. with Eng. trans. Manomohan Ghosh. *The Nāṭyaśāstra*. Vols. 1-2. Calcutta (now Kolkata): Manisha Granthalaya Pvt. Ltd., 1995. (2nd rev. ed.; 1st ed. 1961).

_____. Ed. and Beng. trans. Suresh Chandra Banerji and Chanda Chakraborty. Bharata. *Nāṭyaśāstra.* 4 vols. Kolkata: Navapatra Prakasan, 2014. (6th rpt. of 1st ed. 1980) (vol. 1); 2015 (4th rpt. of 1st ed. 1982) (vol. 2); 2015 (5th rpt. of 1st 1982) (vol. 3)*;* 2014 (5th rpt. of 1st ed. 1995) (vol. 4).

Chattopadhyay, Rita. *Ādhunika Saṃskṛta Sāhitya*: (1910-2010). *Chotagalpa o Nāṭaka*. Kolkata: Progressive Publishers, 2012.

_____. *20th Century Sanskrit Literature. A Glimpse into Traditional and Innovation*. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat and Sanskrit Pustak Bhandar, 2008.

Daṇḍin, *Kāvyādarśa.* Ed. with *Prabhā* comm. Rangacharya Shastri. Poona (now Pune): Bhandarkar Oriental Research Institute, 1938.

Das, Abhishek. *An Analysis of the published Sanskrit works of Pandit Nityananda Mukhopadhyay*. Santiniketan: Visva-Bharati University, 2018.

Das Gupta, Surendranath / De, Sushil Kumar. *A History of Sanskrit Literature*. Classical Period. Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1977. (1st ed. Calcutta, 1947).

Dey, S. K. *History of Sanskrit Poetics*. Calcutta (now Kolkata): Firma KLM, 1960. (Rev. 2nd ed.; 1st ed. 1956).

Dhanaṃjaya. *Daśarūpaka*. Ed. with Eng. trans. and intro. George C. O. Hass. *The Daśarūpa A Treatise on Hindu Dramaturgy*. Gen. ed. A. V. Williams Jackson. New York: Columbia University Press, 1912. (Columbia University Indo-Iranian Series 7).

_____. Eds. Sitanath Acharya / Debkumar Das. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2016. (4th ed.; 1st ed. 1997).

Gaṅgādāśa. *Chandomañjari.* Ed. With Sans. comm. *Mañjarī* by Rāmatāraṇa Śiromaṇi. Kalikata (now Kolkata), 1891.

Ghosh, Amal Kumar. *Mahābhāratera Caritra Pariciti*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2016.

Ghosh, Madhuri. *Bhāratavarṣa O Bāṃlādeśera Svādhīnatā Saṃgrāma Āśrayī Nirvācita Saṁskṛta Nāṭaka*; *Ekaṭi Samīkṣā*. Jadavpur: Jadavpur University, 2016-17.

Ghoshal, Banabihari. *Arvācīnā (Ādhunika) Saṃskṛta Sāhityera Itihāsa*: *1801*-2*020*. Kolkata: Parul Prakashani, 2022. (Rpt.; 1st ed. 2021).

Mahābhārata. Ed. Haridāsa-Siddhāntavāgīśa-Bhaṭṭācārya with Beng. trans. and own Sans. comm. *Bhāratakaumudī* together with Nīlakaṇṭha's comm. *Bhāratabhāvadīpa*. Vol. 22. Kolkata: Bishwabani Prakashani, 1388 BY. (2nd ed.; 1st ed. 1345 BY).

Mukhopadhyay, Debabrata. "Nityānanda-Barṇanam". In: *Śatabarṣe Nityānanda Prasūnāñjali*. Chief ed. Ratna Basu., Gen. ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2022.

Mukhopādhyāya, Nityānanda. *Kālidāsa*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1956.

_____. *Tapōvaibhavam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1972.

_____. *Mahiṣāsura-lāñchanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj. 1982.

_____. *Sampatti-samarpaṇam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 1982.

_____. *Nāṭaka-saṁgraha*. Howrah: Sreematya Jayanti Debya Prakasana, 2007.

_____. *Dṛśyakāvya-Saṁkalanam*. (Part - 1). Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2009.

_____. *Saṁskṛta-maulika-rabīndra-nāṭaka-saṁkalanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2011.

_____. *Guptadhanam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2012.

_____. *Nāṭya-saṁgraha 2*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2020.

_____. *Sītārāmābirbhavam*. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj.

_____. *Draupadīmānarakṣanam*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

_____. *Ghaṭatkacavadham*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

_____. *Jayadrathavadham*. Collection of Mukhopadhyay family. Manuscript.

_____. "Vyarthajīvana". In: *Samāja-Bhāratī*. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2009.

_____. "Rōgīvāndhava". In: Rabīndra: Cintāsaṁkalana. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2012.

_____. "Raghunandanavandana". In: *Samāja-Bhāratī*. Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, 2018-20.

_____. “Sādhak-rāmaprasāda” (1-2nd act). In: *Samāja-Bhāratī*. Chief Ed. Ratna Basu., Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, August 2022.

_____. (3-5th act). In: *Samāja-Bhāratī*. Chief Ed. Ratna Basu., Ed. Debabrata Mukhopadhyay. Howrah: Howrah Sanskrit Sahitya Samaj, January 2023.

Vāmana. *Kāvyālaṅkārasūtra*. With Sans. comm. *Kāvyālankārakāmadhenu* by Gopendra Tripurahara Bhūpāla. Ed. with Hindi trans. Bechana Jhā. Intro. Rewāprasāda Dwivedī. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1941.

Viśvanātha. *Sāhityadarpaṇa*. Ed. E. Roer. *The Mirror of Composition*. With Eng. trans. Jemes R. Ballentyne / Pramadadasa Mitra. Calcutta (now Kolkata): Royal Asiatic Society of Bengal, 1851. (Bibliotheca Indica Series no. 9).

_____. Ed. Haridāsasiddhāntavāgīśa-Bhaṭṭācārya, with the Sans. comm. *Kusumapratimā*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1875 ŚY. (5th ed.; Rpt. of 1st ed. 1841 ŚY).

_____. Ed. Kṛṣṇamohana Śāstrī. *Sāhityadarpaṇa of Śrī Viśvanātha Kavirāja*. With the Sans. comm. *Lakṣmī* and notes. Varanasi: 1967.

_____. Ed. Gurunāthavidyānidhi with Sans. comm. *Sāhityadarpaṇa-vivṛti* of Rāmacaraṇa-Tarkavāgīśa. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 1371 BY. (1st ed. 1838 ŚY).